নিত্যদিন শত প্রার্থনা

মহাজাতক

প্রভু হে! আমাকে জ্ঞান দান করো।
আমি যেন সমর্পিত হতে পারি।

নিত্যদিন শত প্রার্থনা

নিত্যদিন শত প্রার্থনা

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ২২২২২১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩
E-mail : info@quantummethod.org.bd

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২৫

মুদ্রাকর

প্রজ্ঞাপ্রকাশ

ইসলাম ভবন, ৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

৫৫ টাকা

[এ বই থেকে প্রাপ্ত আয় সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত]

ISBN : 978-984-35-7483-1

নিত্যদিন শত প্রার্থনা

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

লেখকের অন্যান্য বই

- সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড
- শুদ্ধাচার
- হাদীস পাঠ
- আত্মনির্মাণ
- আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা
- জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন
- 1001 Autosuggestions to change your life
- হাজারো প্রশ্নের জবাব ১ ॥ মেডিটেশন
- হাজারো প্রশ্নের জবাব ২ ॥ শিক্ষা-ক্যারিয়ার-সাফল্য
- হাজারো প্রশ্নের জবাব ৩ ॥ প্রেম-বিয়ে-পরিবার
- কাজ প্রেম দেশ
- কোয়ান্টাম ভাবনা ফিউশন
- নিত্যদিন শত হাদীস
- নিত্যদিন শত আয়াত
- নিত্যদিন শত অটোসাজেশন
- নিত্যদিন শত টিপস প্যারেন্টিং

আসুন প্রার্থনা করি

প্রার্থনা ধর্মের প্রাণ। প্রার্থনা আসে অন্তর থেকে। আর পুরোপুরি সমর্পিত হলে অন্তরে আকুতি সৃষ্টি হয়। অন্তরের আকুতিই বিশ্বাসীকে প্রার্থনায় লীন করে। আর লীন হলেই প্রার্থনা কবুল হয়ে যায়।

প্রার্থনা করবেন পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে। আপনার সবচেয়ে বড় চাওয়া মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছে খুবই তুচ্ছ বিষয়। বিশ্বাসে অটল থাকবেন। স্রষ্টার কাছে চাওয়ায় অনড় থাকবেন। নিজের কাজটুকু ভালোভাবে করবেন। চাওয়া রূপান্তরিত হবে পাওয়ায়।

প্রার্থনা আপনার জীবনকে করবে উচ্ছল বর্ণিল সুখী ও সফল।

পরম করুণাময় আমাদের সবাইকে ইহকাল ও পরকালে সফল ও সম্মানিত করুন।

আমার ত্যাগ আমার স্মরণ
আমার মেধা আমার মনন
আমার কলম আমার বচন
আমার শক্তি আমার ধন
আমার জীবন আমার মরণ
আমার সবকিছুই
মহাবিশ্বের প্রতিপালক হে আল্লাহ!
তোমায় করছি সমর্পণ।
অনন্ত অসীম দয়াময় প্রভু তুমি নিরঞ্জন!
তোমার রহমতের ছায়ায়
আমায় রাখো প্রতিক্ষণ।

হে আল্লাহ!
বিতাড়িত শয়তান থেকে
আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের ইহকাল ও পরকালের
কল্যাণ দান করো।
আগুনের শাস্তি থেকে
তুমি আমাদের রক্ষা করো।

প্রভু হে!
তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।
তুমি মহাপবিত্র।
আমি পাপী! আমি গুনাহগার!
আমায় ক্ষমা করো।

হে আল্লাহ!
তুমি ক্ষমাশীল!
তুমি ক্ষমা করতে ভালবাসো।
আমায় ক্ষমা করো।

হে আমাদের প্রতিপালক!
তোমার আলোয়
আমায় আলোকিত করো।
তোমার রঙে আমায় রঙিন করো।
আমায় ক্ষমা করো।
নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান!

হে মহাবিশ্বের প্রতিপালক!
আকাশের নীলিমায়,
সাগরের গভীরে, পাতার পরতে,
বালুর রেণুতে, রঙের ছটায়,
শব্দের তরঙ্গে, ঝর্নার প্রবাহে,
বস্তুর আকৃতিতে, প্রাণের বৈচিত্র্যে,
তোমারই মহিমা নব নব রূপে দীপ্যমান।
তুমি মহামহিম!
আমাদের শুকরিয়া গ্রহণ করো।
পানাহ দাও অশান্তির আগুন থেকে,
বালা-মুসিবত থেকে,
জালেমের জুলুম থেকে।
অন্তর প্লাবিত করো প্রশান্ত প্রত্যয়ে।
জীবন উদ্ভাসিত করো
সত্যের বিভায়।

হে আমার প্রতিপালক!
আমার মা-বাবা শৈশবে
যে মমতায় আমাকে লালন করেছেন,
তুমিও তাদের ওপর
সে-রূপ করুণাবর্ষণ করো।

হে আমার প্রতিপালক!
কর্মফল দিবসে আমাকে,
আমার মা-বাবাকে এবং সকল বিশ্বাসীকে
তুমি ক্ষমা করে দিও।

প্রভু হে!
আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ দান করো;
দান করো কালজয়ী মন,
আত্মিক সুষমা,
অনন্ত যৌবন,
আলোকোজ্জ্বল রূপ আর
মধুর বচন।

প্রভু হে!
সামর্থ্য দাও উদ্দীপনাময়
সুন্দর ও সাবলীল কথা বলার।

হে আমাদের প্রতিপালক!
সাফল্যের সরলপথে,
তোমার প্রিয়জনদের পথে
আমাদের পরিচালিত করো।

প্রভু হে!
বিভ্রান্ত ও অভিশপ্তদের
অন্ধকার পথ থেকে
তুমি আমাদের রক্ষা করো।

সদাসর্বত্র বিরাজমান
তন্দ্রা-নিদ্রাহীন সদা সজাগ
প্রতিনিয়ত করুণা বর্ষণকারী
সর্বশক্তিমান হে প্রভু!
আমরা শুধু তোমারই মহিমা স্মরণ করি,
তোমারই জয়গান গাই।
প্রভু হে!
আমাদের সর্বোত্তম আত্মিক পথে,
আলোকিত পথে পরিচালনা করো।
আমরা যেন সবসময় সত্য-মিথ্যার
পার্থক্যকে অনুধাবন করতে পারি।

হে আমার প্রতিপালক!
সত্যের আরো গভীরে
প্রবেশ করার পথ
আমার জন্যে সহজ করে দাও।

হে সর্বশক্তিমান! মহামহান!
প্রতিটি কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করার
সামর্থ্য দান করো।

প্রভু হে!
আমার হৃদয় প্রশস্ত করে দাও।
আমার কাজকে সহজ করে দাও।
আমার কণ্ঠের জড়তা
দূর করে দাও,
যেন সবাই আমার কথা বুঝতে পারে।

হে আমার প্রতিপালক!
আমি যেন কারো সাথে
দুর্ব্যবহার না করি বা
কারো দুর্ব্যবহারের শিকার না হই।
আমি যেন কারো ওপর
জুলুম না করি বা
কারো জুলুমের শিকার না হই।

হে আমার প্রতিপালক!
আমার সুন্দর বচন আর
সদাচরণ যেন সবার হৃদয়ে
প্রশান্তি সঞ্চার করে।

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের অন্তরকে সকল প্রকার
পাপ হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা থেকে
মুক্ত রাখো।

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে,
বার্ধক্যের অসহায়ত্ব থেকে,
সকল বালা-মুসিবত থেকে,
দুনিয়ার অশান্তি থেকে ও
কবরের আজাব থেকে।

হে আল্লাহ!
আমি ঋণ ও কুফরী থেকে
তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

[ঋণমুক্তির প্রার্থনা]

হে আমার প্রতিপালক!
আমি নিজেই নিজের ওপর জুলুম করেছি,
অন্যায় করেছি, পাপ করেছি।
তুমি ছাড়া আমায়
ক্ষমা করার কেউ নেই।
তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করো।

হে মহামহান!
সর্বশক্তিমান!
সদাসর্বত্র বিরাজমান!
অমূলক ভয়ভীতি, নেতিবাচক চিন্তা ও
কথার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে
আমাকে সবসময় মুক্ত রাখো।
সাহসে বিশ্বাসে ইতিবাচক
চিন্তায় ও কাজে আমাকে করো অনন্য।
তুমি মহামহান!
সকল প্রশংসা শুধুই তোমার!

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমার মন থেকে
সকল নেতিবাচকতা দূর করে দাও।
আমাকে বিশ্বাসে দৃঢ়তা দাও।

হে আমার প্রতিপালক!
আমার অতীত ও ভবিষ্যতের
সকল গুনাহ মাফ করো!
আমার গোপন ও প্রকাশ্য
সকল গুনাহ মাফ করো!
সকল বাড়াবাড়ি ক্ষমা করো!
মাফ করো তেমন সকল গুনাহ,
যে সম্পর্কে তুমি ভালো জানো।
আদিতে তুমিই ছিলে,
শেষে তুমিই থাকবে।
তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে
বলীয়ান করো।
বিশ্বাসে অনড়,
মেধায় শাণিত,
সিদ্ধান্তে বিচক্ষণ ও
দক্ষতায় করো অনন্য।

প্রভু হে!
শক্তি, সাহস ও বিশ্বাসে
আমার অন্তরকে প্লাবিত করো।
কল্যাণকর সবকিছু ভালোভাবে পারার
সক্ষমতা দান করো।

হে আল্লাহ!
তুমি আমার অবয়বকে
যেমন সুন্দর করেছ
তেমনি সুন্দর করো আমার চরিত্র।
আমার অবয়ব যেন
জয় করে পরিচিতদের হৃদয়।

হে আল্লাহ!
অসৎ চরিত্র, অসৎকর্ম,
অসৎ কামনা ও রোগব্যাধি থেকে
আমাকে মুক্ত রাখো।

হে মহাজ্ঞানী!
সর্বকল্যাণের আধার!
আমি তোমার অফুরন্ত জ্ঞান থেকে
কল্যাণ লাভে তোমারই
অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।
প্রভু হে! তুমি সর্বশক্তিমান
আর আমি শক্তিহীন,
তুমি মহাজ্ঞানী আর আমি মূর্খ।
আমায় দয়া করো।

রোগ-যন্ত্রণা, দুঃখকষ্টে আমি জর্জরিত।
প্রভু হে! দয়া করো!
আমার সব কষ্ট দূর করে দাও।
তুমি পরম করুণাময়।

হে মহানিরাময়কারী!
মহামহান! করুণানিধান!
রোগব্যাধি থেকে আমার দেহ-মনকে
পুরোপুরি মুক্ত করো।
আমাকে সুস্থ ও প্রাণবন্ত রাখো।

হে আল্লাহ!
হে মানুষের প্রতিপালক!
হে করুণাময়!
তুমি তার কষ্ট দূর করে দাও।
তুমি তাকে নিরাময় করো।
তুমিই নিরাময়কারী।
তোমার নিরাময় ছাড়া আর
কোনো নিরাময় নেই।
তুমি তাকে পূর্ণ নিরাময় প্রদান করো।

[অন্যের রোগমুক্তিতে প্রার্থনা]

হে মহাবিশ্বের প্রতিপালক!
তুমি আমাকে রোগমুক্ত করেছ।
আমাকে আমৃত্যু সুস্থ রাখো।
কৃতজ্ঞ রাখো।

হে প্রভু!
সকল বিপদ ত্রাতা!
পরম শান্তিদাতা!
আমার সকল অস্থিরতা
পেরেশানি ও অশান্তি দূর করো।
আমাকে হতাশামুক্ত রাখো।
শান্তি ও কল্যাণে
আমার জীবন ভরিয়ে দাও।

হে আল্লাহ!
ভালো ভাবা, ভালো বলা,
ভালো করা ও ভালো থাকার
অফুরন্ত শক্তি আমাকে দাও।
আমি যেন সবসময়
অন্যের যত্ন নিতে পারি।

হে পরম শান্তিদাতা!
তোমার স্মরণেই বিশ্বাসীর অন্তর
শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে।
প্রভু হে!
আমার অন্তরে
তোমার জিকির জারি করে দাও
যেন আমি পরম শান্তি
লাভ করতে পারি,
সদানন্দে থাকতে পারি,
সাফল্যের সরলপথে
স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলতে পারি।

হে আমাদের প্রতিপালক!
নামাজে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই
আমার মনকে সকল চিন্তা মুক্ত করে
তোমারই দিকে রুজু করো।
অন্তরকে প্লাবিত করো তোমারই প্রেমে।
প্রতিটি সেজদাকে
পরিণত করো মেরাজে।
সকল ধরনের অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে
আমাকে রক্ষা করো।
আশ্রয় দাও তোমারই রহমতের ছায়ায়।

[নামাজে মনোযোগে প্রার্থনা]

হে প্রভু!
প্রতিদিন নিয়মিত মেডিটেশন,
আত্মশক্তিকে বিকশিত এবং
নিজেকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা দাও।
তুমি মহাপবিত্র!
সর্বশক্তিমান! করুণানিধান!
আমাকে কালজয়ী অনন্য মানুষে
পরিণত করো।

হে আমাদের প্রতিপালক!
সরলপথ প্রদর্শনের পর
তুমি আমাদের অন্তরকে
সকল প্রকার সংশয় ও
বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত রেখো।
তোমার রহমতের ছায়ায়
আমাদের রাখো।

হে মহামহান! সর্বশক্তিমান!
সকল অপশক্তি ও অপসংস্কৃতির
কুপ্রভাব থেকে আমার ইন্দ্রিয়,
মেধা ও মননকে তুমি রক্ষা করো।

হে প্রভু!
সব ধরনের আসক্তি থেকে রক্ষা করো।
আমি যেন সবসময় নিজেকে
নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

হে মহাপবিত্র!
প্রতিটি কল্যাণকর যোগাযোগ ও কাজ
আমার জন্যে সহজ করে দাও।
সকল ক্ষতিকর চিন্তা ও কাজ থেকে
আমাকে দূরে রাখো।
আমি যেন সবসময় নিজের আবেগকে
নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি।

হে আল্লাহ!
আমি তোমার কাছে হেদায়েত,
স্রষ্টা-সচেতনতা, পরিশুদ্ধতা ও
সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।

হে মহান প্রভু!
তুমি সর্বশক্তিমান।
সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের আধার।
তুমি আমাকে
বেহিসাব জীবনোপকরণ দান করো।

হে করুণাময়!
হে রিজিকদাতা!
আমাদের মেজবানকে
বেহিসাব রিজিক দান করো।
তার ওপর সবসময় ক্ষমা ও
করুণা বর্ষণ করো।

[আপ্যায়নকারীর জন্যে প্রার্থনা]

হে করুণাময়!
তোমারই নেয়ামত এখন
আমাদের সামনে।
এত ভালো খাবার এখন
অনেকের সামনেই নেই।
এই সুস্বাদু খাবারের জন্যে
তুমি আমাদের শুকরিয়া গ্রহণ করো।
সবাইকে পর্যাপ্ত খাবার, সুস্বাস্থ্য,
সম্মান ও প্রাচুর্য দান করো।
সত্যের আলোয় আলোকিত করো।
আমিন!

[খাবারের শুরুতে প্রার্থনা]

আলহামদুলিল্লাহ!
সকল প্রশংসা আল্লাহর।
তিনিই রিজিকদাতা!
তিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন
এবং বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

[খাবারের শেষে প্রার্থনা]

হে আল্লাহ!
আমার পরিবারকে
পর্যাপ্ত রিজিক দান করো।

হে আমার প্রতিপালক!
আমার ও আমার মা-বাবার প্রতি
তুমি যে অনুগ্রহ করেছ,
সেজন্যে আমি যেন
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।

হে মহামহান! করুণানিধান!
মা-বাবার মাধ্যমে আমাকে
এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছ।
তারাই আমাকে লালন করেছেন।
শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।
তারাই আমার পেশা, আমার পরিচয়
সৃষ্টিতে সাহায্য করেছেন।
প্রভু হে! তুমি আমার মা-বাবাকে
আমৃত্যু সুস্থ রাখো। সকল দুঃখ-কষ্ট ও
বিপদ-আপদ থেকে দূরে রাখো।
বিশ্বাসী ও পুণ্যবান হিসেবে ইহকাল ও
পরকালে তুমি তাদের পুরস্কৃত করো।

[মা-বাবার কল্যাণে প্রার্থনা]

মহামহান সর্বশক্তিমান হে প্রভু!
হে মহামিলনের মালিক!
নবদম্পতির বন্ধনকে তুমি আনন্দময়
স্থায়ী আত্মিক মিলনে রূপান্তরিত করো।
তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত ও
সমমর্মী রাখো। উভয় পরিবারের মধ্যে
গভীর হৃদ্যতা সৃষ্টি করো।
তাদের সুসন্তান দান করো।
তাদের পরিবারকে সমৃদ্ধ ও সুখী
পরিবারে রূপান্তরিত করো।
আমিন!

[নবদম্পতির জন্যে প্রার্থনা]

হে আমার প্রতিপালক!
আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করো,
যে তোমার সন্তুষ্টির জন্যে সৃষ্টির সেবায়
নিজেকে উৎসর্গ করবে।

মহান স্রষ্টা!
তোমার করুণায় লালিত হয়ে
এ শিশু পৃথিবীতে এসেছে।
প্রভু হে!
তুমি একে দান করো
সুস্থ দেহ, প্রশান্ত মন,
কর্মব্যস্ত সুখী জীবন।
ভালো মানুষ হিসেবে সে হোক
তোমার অনুগ্রহের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

[নবজাতককে দেখে প্রার্থনা]

প্রভু হে!
আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের
আমাদের তৃপ্তি ও আনন্দের উৎসে
পরিণত করো এবং আমাদেরকে
স্রষ্টা-সচেতনদের আদর্শে পরিণত করো।

হে মহামহান!
পবিত্র সত্তা!
আমার পরিবারকে সকল ধরনের
অশ্লীলতা ও আসক্তি থেকে রক্ষা করো।

হে আমার প্রতিপালক!
পরিবারের সবাইকে শোকরগোজার
স্রষ্টা-সচেতন ভালো মানুষ হওয়ার
তওফিক দাও! আমাদের সুখী সমৃদ্ধ ও
দরদী পরিবারে পরিণত করো।
পারস্পরিক সমঝোতা ও মমতা
বাড়িয়ে দাও। সৃষ্টির সেবা করার জন্যে
সবার মেধাকে বিকশিত করো।
তোমার অনুগ্রহের ছায়ায়
আমাদের সুরক্ষিত রাখো।

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের মধ্য থেকে
এমন প্রজন্মের উত্থান ঘটাও
যারা তোমাতে পুরোপুরি সমর্পিত হবে।
মানবিকতার জয়গান গাইবে।

হে আল্লাহ!
তোমার নামেই আমার মরণ,
তোমার নামেই আমার জাগরণ।

[ঘুমানোর আগে প্রার্থনা]

সকল প্রশংসা আল্লাহর!
যিনি মরণের পর আমাদের
জীবন ফিরিয়ে এনেছেন।

[ঘুম থেকে জেগে প্রার্থনা]

প্রভু হে!
তোমার ওপর ভরসা করে এবং
তোমার নাম নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছি।
আমি তোমার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি
যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই।

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমার চলার পথ সহজ করে দাও।
আমি যেন সুন্দরভাবে
আমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারি।

হে মহামহান পবিত্র সত্তা!
তুমি যানবাহনকে করেছ
আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন।
আমাদের পথচলা, আমাদের গতি—
সবই তোমার করুণা।
আমরা তোমাকেই স্মরণ করি।
তুমিই নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছানোর মালিক।
শেষ পর্যন্ত আমরা
তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করব।
তুমি আমাদের ভ্রমণকে সফল করো।
আমিন!

[সফরে/ যানবাহনে প্রার্থনা]

হে মহাবিশ্বের প্রতিপালক!
বাজারে প্রবেশ মুহূর্তে
বাজারের কল্যাণকর লেনদেনে
বরকত আর ক্ষতিকর লেনদেন থেকে
আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।
প্রভু হে! ওজনে কমবেশি, ত্রুটিপূর্ণ বা
ক্ষতিকর পণ্য কেনাবেচা ও যে-কোনো
প্রতারণা থেকে আমাকে মুক্ত রাখো।
আমার কেনাকাটায়
তুমি অফুরন্ত বরকত দান করো।

[বাজারে প্রবেশের আগে প্রার্থনা]

হে আমার প্রতিপালক!
তুমি আমাকে যেখানেই নাও,
সত্য ও কল্যাণের সাথে নাও।
আর যেখান থেকেই ফিরিয়ে নাও,
সত্য ও কল্যাণের সাথে ফিরিয়ে নাও।
তোমার কুদরতি শক্তি দিয়ে
আমাকে সাহায্য করো।

প্রভু হে!
তুমি মহাপবিত্র!
সকল সৃজনশীলতার উৎস!
তোমার পবিত্রতার ছায়ায়
আমার মেধা মনন ও
সৃজনশীলতাকে বিকশিত করো।

হে মহাজ্ঞানী! মহামহান!
মনকে সর্বাবস্থায় নিয়ন্ত্রণে রাখার
শক্তি আমাকে দাও।
লেখাপড়া ও কল্যাণকর কাজে
অখণ্ড মনোযোগী করে তোলো।
প্রয়োজনীয় সবকিছু
স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে রাখা এবং
তা নিজের ও সৃষ্টির কল্যাণে
কাজে লাগানোর তওফিক দাও।

[মনোযোগ বৃদ্ধির প্রার্থনা]

হে মহাজ্ঞানী!
প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক জবাব
স্বল্পতম সময়ে
বলা ও লেখার ক্ষমতা আমাকে দাও।
পরীক্ষককে আমার প্রতি
সমমর্মী করে দাও।

[পরীক্ষার আগে প্রার্থনা]

হে সর্বোত্তম ফলপ্রদানকারী!
তুমি সব পারো।
আমাকে পরীক্ষায় সর্বোত্তম
ফল প্রদান করো।
আমাকে ক্লাসে প্রথম,
জীবনে প্রথম করো।
শতধারায় আমার মেধাকে
বিকশিত করো।

হে মহাজ্ঞানী!
আমাকে শক্তি দাও।
জ্ঞান দাও।
বিভিন্ন বিষয়ের গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্ব
অনুধাবনের ক্ষমতা দাও।
তুমিই সকল জ্ঞানের আধার।

হে মহামহান!
তুমি আমার সৎ গুণাবলিকে
বিকশিত করো।
সময়মতো প্রতিটি কাজ করার এবং
নিয়মানুবর্তী হওয়ার সামর্থ্য দাও।
রুটিন অনুসারে নিরলস
পরিশ্রম করার শক্তি দাও।
তোমার অনুগ্রহ-সম্পদে
আমাকে ধন্য করো।

হে প্রভু!
প্রতিটি এপয়েন্টমেন্ট ও
আমানত রক্ষা করার,
সৎ ও বিশ্বস্ত থাকার শক্তি দাও।
সাফল্য প্রাচুর্য ও আনন্দে
আমার জীবন ভরিয়ে দাও।
তুমি সর্বশক্তিমান!
মহামহান!

হে আমার প্রতিপালক!
আমার কাজকে তুমি কবুল করো।
একে প্রাচুর্য ও আশীর্বাদের উৎসে
পরিণত করো।

হে মহাজ্ঞানী!
অন্তর্যামী! করুণানিধান!
তুমি কারো ওপরই
সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাও না।
তাই আমার জন্যে প্রতিটি কাজ
সহজ ও আনন্দময় করে দাও।

হে মহাজ্ঞানী! মহামহিম!
পরিকল্পিত কাজটি কল্যাণকর হলে
আমার জন্যে তা সহজ ও
ফলপ্রসূ করে দাও।
আর যদি কাজটি আমার জন্যে
অকল্যাণকর বা ক্ষতিকর হয়,
তবে এ থেকে আমাকে বিরত রাখো।
আমাকে সবসময় প্রশান্ত,
শোকরগোজার ও
বিশ্বাসে অটল রাখো।

হে মহাজ্ঞানী!
আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দাও।
আমি যেন সবসময়
স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সময়ে
সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি।
সঠিক কাজটি করতে পারি।

হে আমার প্রতিপালক!
আমাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা,
শুকরিয়া ও ধৈর্য দান করো।
আমি যেন সঠিক সময়ে
সঠিক কাজটি করার জন্যে
শান্তভাবে অপেক্ষা করতে পারি।

প্রভু হে!
আমাদের ওপর
সাধ্যাতীত কোনো দায়িত্ব দিও না।
যে দায়িত্বই দাও
তা পালন করা সহজ করে দাও।
আমাদের ক্ষমা করো।
দয়া করো।

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের ওপর
তোমার করুণা বর্ষণ করো।
জীবনের সকল কাজেকর্মে
আমরা যেন সবসময়
সত্য-সচেতন থাকতে পারি।

হে দয়াময় মেহেরবান!
আমার সাফল্য তোমার
দয়া ও করুণারই প্রকাশ।
তুমি আমার শুকরিয়া গ্রহণ করো।
আমার অর্জনকে
নিজের ও সৃষ্টির কল্যাণে
কাজে লাগানোর সুযোগ দাও।

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের ধৈর্য দাও,
আমাদের পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করো।
সত্যের পতাকাবাহী হিসেবে
আমাদের বিজয়ী করো।

প্রভু হে!
তুমি সকল ক্ষমতার মালিক।
তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করো।
যাকে ইচ্ছা ক্ষমতাচ্যুত করো।
তুমি সৎ বিচক্ষণ দেশপ্রেমিক
নেতৃত্বকে ক্ষমতা দাও। ধর্মবর্ণ দলমত
নির্বিশেষে সবার মধ্যে ভালো মানুষ
ভালো দেশ স্বর্গভূমি বাংলাদেশ
ভাবনা জাগিয়ে দাও।
আমাদের মেধাকে বিকশিত করো।
সমমর্মিতা, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে
ভরিয়ে দাও আমাদের জীবন।
তুমি সর্বশক্তিমান! ক্ষমতানিধান!
দয়াময়! মেহেরবান!

[দেশ ও মানুষের জন্যে প্রার্থনা]

হে মহান দাতা!
তুমিই জীবিকার উৎস!
তুমি যাকে ইচ্ছা
বেহিসাব জীবনোপকরণ দান করো।
তুমি আমার উপার্জনের
হাজার পথ খুলে দাও।
কর্মস্থলে ব্যবসাবাণিজ্যে
নতুন নতুন সুযোগ করে দাও।
জীবনকে সুখ সম্পদ ও
প্রাচুর্যে ভরিয়ে দাও।

হে আমার প্রতিপালক!
কর্মস্থলে মেধাকে কাজে লাগানোর
সুযোগ আমাকে দাও।
আমি যেন পদস্থদের আনুকূল্য,
সহকর্মীদের সমমর্মিতা আর
অধীনস্থদের সহযোগিতায় দক্ষতার সাথে
দায়িত্ব পালন করতে পারি।
পদোন্নতি, সুযোগ-সুবিধা ও অবদানে
সার্থক করো আমার কর্মজীবন।

[পেশাগত সাফল্যের প্রার্থনা]

হে সকল সম্পদের মালিক!
তুমি আমার ব্যবসায় শিল্প কারখানায়
বরকত দান করো।
সবচেয়ে ভালো পণ্য উৎপাদন ও
বিপণনে সাফল্য দান করো।
কর্মীদের যোগ্য, দক্ষ ও
প্রতিষ্ঠানের সাথে একাত্ম করো।
প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে তাদের জীবনও
প্রশান্তি সাফল্য ও প্রাচুর্যে ভরিয়ে দাও।

[ব্যবসায়ে সাফল্যের প্রার্থনা]

হে সর্বজ্ঞ!
হে অন্তর্যামী!
তুমি সব জানো।
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাকে সঠিক তথ্য ও
দিক-নির্দেশনা প্রদান করো।

হে আমার প্রতিপালক!
যে-বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে-বিষয়ে
আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।
তুমি দয়া না করলে,
সঠিক জ্ঞান না দিলে
নিশ্চয়ই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের এই শহরকে
সবার জন্যে নিরাপদ করো।

হে প্রভু!
সর্বকল্যাণের আধার!
পথভ্রষ্ট অপশক্তির ষড়যন্ত্র থেকে
আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
তুমি অন্যের রাগ ক্রোধ ঈর্ষা ও হিংসা
থেকে আমাকে রক্ষা করো।

হে সর্বশক্তিমান! মহামহান!
শয়তানি নেতিবাচক প্ররোচনার প্রভাব
থেকে আমাকে মুক্ত রাখো।
আমি যেন সবসময় নেতা ও সঙ্ঘের
নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারি।
আমাকে সে শক্তি দাও।

হে আমার প্রতিপালক!
শত্রুর শত্রুতার মুখে আমি অসহায়।
তুমি এর প্রতিবিধান করো!

প্রভু হে!
আমাদের জালেমের হাতে
নিগৃহীত কোরো না।
প্রভু হে! দয়া করো।
জালেমের জুলুম থেকে
আমাদের মুক্তি দাও।

হে মহাজ্ঞানী! মহামহান!
ষড়যন্ত্রকারীদের অপকৌশল ও
ষড়যন্ত্র থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো।
সবসময় সৎসঙ্ঘে একাত্ম রাখো।

হে সর্বশক্তিমান প্রভু!
সকল প্রকার শোষণ জুলুম থেকে
আমাদের মুক্তি দাও।
সকল বিপদ থেকে পানাহ্ দাও।
সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে
আমাদের বিজয়ী করো।

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের যদি ভুল বা ত্রুটি হয়,
সেজন্যে আমাদের পাকড়াও কোরো না।
আমাদের ক্ষমা করো।
আমাদের দয়া করো।

হে আল্লাহ!
আমায় ক্ষমা করো!
আমায় দয়া করো!
আমায় হেদায়েত করো!
আমায় বেহিসাব রিজিক দান করো!

হে মহান প্রতিপালক!
সৃষ্টির সেবায় আমৃত্যু
মেধাকে কাজে লাগানোর সৌভাগ্য দাও।
প্রশান্তি ও আনন্দে জীবন ভরিয়ে দাও।

হে ত্রাণকর্তা!
সৃষ্টির কল্যাণে আমি যেন
দুহাতে ব্যয় করতে পারি।
সৎসঙ্ঘে একাত্ম থাকতে পারি।
আমি যেন অন্তর থেকে
তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।

হে করুণাময়!
দুঃখীর দুঃখ দূর করো,
অসুস্থকে নিরাময় করো,
মজলুমের কষ্ট মোচন করো,
অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করো,
মানুষের জীবনকে মমতায় ভরিয়ে দেয়া
আর পরিপূর্ণভাবে নিজেকে চেনার
সঠিক পথে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাও।
মহাজীবনের সহজ স্বাভাবিক ধারায়
মহামানবের পথে এগিয়ে যাওয়ার
শক্তি আমাকে দাও।
আমার মেধাকে পুরোপুরি বিকশিত করো।
আমার ভেতরে সুপ্ত অনন্য মানুষকে
জাগিয়ে দাও।
আমায় ক্ষমা করো।
আমায় কবুল করো।

প্রভু হে!
তুমি ছাড়া আমায়
ক্ষমা করার কেউ নেই।
তুমি ক্ষমা না করলে
আমি ধ্বংস হয়ে যাব।
তুমি আমার সকল
অপরাধ ক্ষমা করো।
আমায় দয়া করো।

হে আমার প্রতিপালক!
শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে
আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।
প্রভু হে!
শয়তানকে আমার কাছ থেকে
দূরে রাখো।

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের ও বিশ্বাসী অগ্রণীদের
তুমি ক্ষমা করো।
বিশ্বাসীদের ব্যাপারে
সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থেকে
আমাদের অন্তরকে মুক্ত রাখো।

হে আল্লাহ!
আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি
এমন জ্ঞান থেকে,
যাতে কোনো কল্যাণ নেই।
এমন অন্তর থেকে,
যাতে কোনো ভক্তি নেই।
এমন হৃদয় থেকে,
যাতে কোনো পরিতৃপ্তি নেই।
এমন দোয়া থেকে,
যা কবুল হয় না।

হে আমাদের প্রতিপালক!
তুমি যা নাজিল করেছ,
তা আমরা মেনে নিয়েছি এবং
তোমার রসুলের অনুসরণ করছি।
অতএব সত্যের সাক্ষীর তালিকায়
আমাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করো।

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমরা সত্যপথের আহ্বানকারীর
ডাক শুনতে পেয়েছি।
তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে
আমরা বলেছি—
তুমিই আমাদের প্রভু!
তুমি একক ও অদ্বিতীয়।
সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।
তুমি আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করো।
আমাদের সাফল্যের সরলপথে
পরিচালিত করো।

প্রভু হে!
আমরা যেন সবসময়
সৎসঙ্ঘে একাত্ম থাকতে পারি।
তোমারই সন্তুষ্টির জন্যে
সৃষ্টির সেবায় নিজেদের
উৎসর্গ করতে পারি।

হে প্রভু!
আমাদের জীবিত ও মৃত,
উপস্থিত ও অনুপস্থিত,
ছোট ও বড়, নারী ও পুরুষ
সবাইকে ক্ষমা করো।
আমাদের জীবিতদের
বিশ্বাসী হিসেবে জীবিত রাখো আর
মৃত্যুর সময় বিশ্বাসী হিসেবে মৃত্যু দাও।
তোমার পুরস্কার থেকে
কাউকে বঞ্চিত কোরো না।
আমাদের কাউকে পথভ্রষ্ট কোরো না।
নিঃসন্দেহে তুমি অনন্ত অসীম!
তুমি দয়াময়! ক্ষমাশীল!

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমরা তোমারই ওপর ভরসা করেছি,
তোমারই দিকে তাকিয়ে আছি এবং
শেষ পর্যন্ত আমরা
তোমার কাছেই ফিরে আসব।
প্রভু হে! আমরা যেন
সত্য অস্বীকারকারীদের
নিপীড়নের শিকার না হই।
আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করো।
তুমি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

হে মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা!
ইহকাল ও পরকালের মালিক!
তুমি আমাকে সমর্পিত সৎকর্মশীল
সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ হিসেবে মৃত্যু দান করো।

হে প্রভু!
তাকে ক্ষমা করো।
বিশ্বাসীদের মাঝে তাকে
উচ্চমর্যাদা দান করো।
তার জীবিত উত্তরসূরিদের জন্যে
তুমি আশ্রয়স্থল হও।
মহাবিশ্বের প্রতিপালক হে প্রভু!
তার মহাজাগতিক সফরের পরবর্তী ধাপকে
অনন্ত আনন্দে ভরিয়ে দাও।
তাকে 'নূর'-এর আলোয়
উদ্ভাসিত করো।

[মৃতের জন্যে প্রার্থনা]

হে কবরবাসীরা!
তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।
আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের
ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বসূরি।
আমরা তোমাদের উত্তরসূরি।

[কবরবাসীর জন্যে প্রার্থনা]

আমরা তোমার নির্দেশ শুনেছি
এবং মেনে নিয়েছি।
হে আল্লাহ!
আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।
শেষ পর্যন্ত আমরা
তোমার কাছেই ফিরে যাব।

হে আল্লাহ!
সকল ক্ষমতার মালিক!
তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করো,
যাকে ইচ্ছা ক্ষমতাচ্যুত করো।
যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো,
যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো।
তুমি সর্বশক্তিমান।
সকল কল্যাণের আধার।
প্রভু হে!
আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করো।
আমাকে সফল ও সম্মানিত করো।
সবসময় তোমার রহমতের ছায়ায় রাখো।

প্রভু হে!
শেষবিচারের দিনে তোমার প্রিয়জনদের
কাতারে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করো।
তুমি করুণাময়! তুমি ক্ষমাশীল!
সকল কল্যাণের উৎস!
অনন্ত প্রশান্তি ও কল্যাণে
আমাদের জীবন ভরিয়ে দাও।

হে আল্লাহ!
আমি তোমাতেই সমর্পিত।
তোমাকেই বিশ্বাস করছি।
তোমার ওপরই ভরসা করছি।
তোমার কাছেই ফয়সালা চাচ্ছি।
হে আল্লাহ! আমি তোমারই
কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।
বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে
তুমি আমাকে রক্ষা করো।
তুমি চিরঞ্জীব!

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই,
যিনি মহামহান ক্ষমাশীল।
আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই,
যিনি মহান আরশের প্রভু।
আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই,
যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর প্রভু।
আমি দয়াময় মহামহান আল্লাহরই
আশ্রয় গ্রহণ করছি।

হে করুণাময়!
হে মহামহান!
আমি তোমার বিশ্বজনীন মহামমতা,
সৃজনশীলতা ও পরিপূর্ণতারই
এক অপূর্ণ সংস্করণ।
আমি মানুষ।
আমি তোমারই প্রতিনিধি।
আমি তোমাতেই সমর্পিত।
আমায় ক্ষমা করো।
আমায় কবুল করো।

আমরা আল্লাহর!
তাঁর কাছ থেকে এসেছি।
তাঁর কাছেই ফিরে যাব।

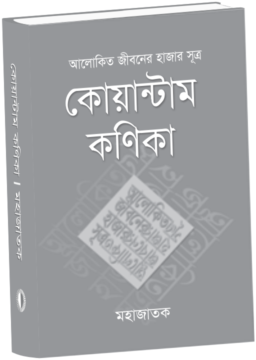

জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় ছোট ছোট সাফল্যসূত্র স্থান পেয়েছে বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে। সময়কাল অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে পবিত্র ধর্মবাণীগুলোকে।

শুদ্ধাচারী আলোকিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে এ বইটিও হতে পারে অন্যতম সহায়ক পাঠ্য।

প্রার্থনা হচ্ছে
একাগ্রচিত্তে চাওয়া এবং
পাওয়ার প্রক্রিয়ায় নিজেকে
বিলীন করে দেয়া।

প্রার্থনা আপনার জীবনকে
করবে উচ্ছল বর্ণিল
সুখী ও সফল।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

ISBN : 978-984-35-7483-1